দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

জানুয়ারি ০১, ২০১১, শনিবার : ১৮ পৌষ, ১৪১৭
আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

কৃষি উন্নয়নে চাই কৃষকের পরিবর্তন

একে এনামুল হক

বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা নিয়ে আমরা গর্বিত। যে দেশ ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি লোকের ভাতের ব্যবস্থা করতে পারত না, খাদ্যঘাটতি ছিল ২২ লাখ মেট্রিক টন সেই দেশে ২০১০ সালে প্রায় ১৫ কোটি লোক নিয়েও খাদ্যঘাটতি (চালের ক্ষেত্রে) মাত্র ৫ লাখ মেট্রিক টন! যে কৃষক ১৯৭২ সালে সারি করে ধান লাগাতে পারত না, সেই কৃষক এখন ব্যবহার করছে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, মাড়াই যন্ত্র, উইডার, পস্নান্টার, সেচযন্ত্র, সার ও কীটনাশক। এই দেশে এখন কৃষকের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। বন্ধ করতে হচ্ছে শহরের ঝাঁঝালো বিদু্যবাতি, রাখতে হচ্ছে নগরবাসীকে অন্ধকারে।

কৃষিক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শুধু ধানচাষে নয় ঢাকা থেকে রাজপথ ধরে রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা, সিলেট, চাঁদপুর, পটুয়াখালী, কক্সবাজার কিংবা বান্দরবন_যেদিকেই যান দেখতে পাবেন কৃষির বৈচিত্র্য। কৃষিজমিতে প্রধান ফসল ধান আর পাটের জায়গায় এসেছে মৌসুমী কৃষি পণ্য, শর্ষে, ভুট্টা, গম, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, আলু, ফুল প্রভৃতি। আরো এসেছে মাছ চাষ_হাজার হাজার একর কৃষিজমি চলে গেছে মাছ চাষে। এসেছে হাঁস-মুরগির খামার, এসেছে গরু মোটা-তাজাকরণ ব্যবস্থা, এসেছে দুধের খামার। এর পরও আছে নদীতে মাছচাষ, পানিতে সবজিচাষ। শুধু তাই নয়, বছরের প্রধান ফসল আমনের স্থান দখল করেছে বোরো। এত সব পরিবর্তন নিয়ে আমরা কিন্তু সত্যিই গর্ব করতে পারি।

এই তালিকার বাইরেও কিছু ঘটেছে আমাদের কৃষি ঘিরে_তারও একটি তালিকা আমাদের মাথায় থাকা উচিত। গড়ে প্রতিবছর ৮০-৯০ হাজার হেক্টর জমি কৃষিখাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে নগর কিংবা শিল্পখাতে। কৃষিপ্রধান দেশে শিল্প খাতে গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কিংবা দ্রুত নগরায়ণের জন্য প্রয়োজনে ছাড় নিয়ে দোষ ধরা যায় না। অর্থা কৃষির উপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প কিংবা নগরায়ণের জন্যও আমাদের কৃষিখাতকে ছাড় দিতে হচ্ছে বা হবে। এই ছাড়কে পুষিয়ে নিতে কৃষিতে আরও পরিবর্তন আনতে হবে।

এত ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের কৃষক রয়ে গেছে সেই অর্ধাহারেই। তারা পরিচিত হচ্ছে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে। তাদের চেহারায় গত ৪০ বছরে ফেরেনি জৌলুস। হাড্ডিচর্মসার সেই গফুর কিংবা ঋণে জর্জরিত সেই গণি মিয়ার অবয়ব থেকে তারা এখনো বেরোতে পারেনি। মনে পড়ে শর চন্দ্র কবে আমাদের এই গফুরের কথা বলেছিলেন? কেন আমরা তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন করতে পারলাম না? আরও আছে কিছু

স্বাস্থ্য পরিচর্যা
ফিরে দেখা ২০১০
বর্ষশুরু সংখ্যা ২০১১
মাটি ও মানুষের কৃষি
প্রজন্ম
এই ঢাকা
অর্থনীতি
এনজিও
কড়চা
ক্যাম্পাস
ক্যারিয়ার
তথ্যপ্রযুক্তি
আনন্দ বিনোদন
সারাদেশ বিনোদন
ইত্তেফাক সাময়িকী
তরুণ কন্ঠ
পাঠক বন্ধু
বিজ্ঞান বিশ্ব
জানার দুনিয়া
ধর্মচিন্তা
কচি-কাঁচার আসর
ঈদ ম্যাগাজিন ২০১০
ঈদ উল ফিতর সংখ্যা ২০১০
২৬ মার্চ বিশেষ সংখ্যা
একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১০

অশনিসংকেত_আমাদের কৃষি পানিনির্ভর। সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই পানির ব্যবস্থা। ৪০ বছরে আমাদের খাল-বিল শুকিয়ে গেছে কিংবা ভরাট হয়েছে। আমাদের কৃষিতে ব্যবহৃত পানির মূল আধার এখন মাটির নিচের পানি। তাও নিম্নমুখী। মাটির ওপরের পানির ক্ষেত্রে রয়েছে গুণগত সমস্যা। বোরো মৌসুমে যেসব নদী-নালায় পানি থাকে সেই পানিও অনেক ক্ষেত্রে সেচের জন্যও ব্যবহারের অযোগ্য। পানির এই বিনাশের পেছনে রয়েছে আমাদের শিল্পখাত। শিল্প-উদ্যোক্তারা অপরিশোধিত তরল বর্জ নদী-নালায় ফেলে দেওয়ার ফলে এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পপতিরা লাভবান হচ্ছেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশবাসী। বেশি দূরে যেতে হবে না_নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বংশী নদীর তীরে যদি যেতে পারেন তবেই এর সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন। এই পানিই যখন সেচের কাজে আমাদের কৃষিজমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তা থেকে তৈরি হচ্ছে আমাদের বিষাক্ত কৃষিপণ্য। বুঝতেই পারছেন আমরা আমাদের জাতির মেরুদণ্ডে আঘাত করছি। আমাদের স্বাস্থ্য এখন হুমকির মুখে। আসছে নতুন নতুন রোগবালাই।

স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের কৃষিখাতের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে এ যাব নানা তথ্য দিয়েছি। এবার কিছু বিশেষ চিত্র তুলে ধরা উচিত। কৃষির এই পরিবর্তনের সাথে কৃষকের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে? ২০০৯ সালের শ্রম পরিসংখ্যান দেখলে আমরা অন্য একটি চিত্র দেখতে পাই। আমাদের কৃষিতে যেখানে নিয়োজিত ছিল ৬০ শতাংশের অধিক শ্রমিক, তা এখন নেমে এসেছে ৪৩ শতাংশে। অর্থা ৭০ কিংবা ৮০-র দশকে আমাদের মধ্যে যারা ধারণা করেছিলাম যে, কৃষিতে রয়েছে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রম তা এখন অনেকটা কমে এসেছে। সংখ্যায় নয়, শতকরা হারে। তবে আরও এসেছে গুণগত পরিবর্তন_কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। পুরুষ শ্রমিকের ব্যবহার কমছে এবং তা হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এর কারণ কী? আমার মতে এর প্রধান কারণ দুটি_১. কৃষিখাতে মজুরির পরিমাণ পুরুষের জন্য আর আকর্ষণীয় নয়। তাই পুরুষ শ্রমিক অন্য খাতে চলে যাচ্ছে। ২. কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমেছে আর তাই অনেক নারীই এখন সচ্ছন্দে কৃষিকাজ করতে পারছে।

কম মজুরিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কৃষিখাত কিন্তু কোনো রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এই পরিবর্তন থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা নেয়া উচিত_কৃষক ভালো নেই। কৃষক তার প্রাপ্য আয় নিশ্চিত করতে পারছে না, আর তাই চেষ্টা করছে সস্তা শ্রমিক ব্যবহারে। অপরদিকে, কৃষি শক্তিই আমাদের অর্থনীতিকে অভ্যন্তরীণ ভাবে টিকিয়ে রেখেছে। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বা কৃষিপণ্যনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য মোট জাতীয় উপাদনের সিংহভাগ দখল করে আছে। পুরুষ শ্রমিকের বেশির ভাগই এই খাতের সঙ্গে জড়িত।

কৃষিতে আরো একটি নীরব পরিবর্তন এসেছে তাও আমাদের নজরে থাকা উচিত। এসেছে বাণিজ্যিক কৃষি। এই বাণিজ্যিক কৃষিখাত একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। দক্ষিণাঞ্চলে বাণিজ্যিক কৃষির উকৃষ্ট উদাহরণ হলো চিংড়িচাষ। ময়মনসিংহে এর উদাহরণ হলো মাছচাষ বা হাঁস-মুরগির লালন-পালন। পাবনায় এর উদাহরণ হলো দুধের খামার। দিনাজপুরে এর উদাহরণ হলো আলুর বীজ উপাদন। পার্বত্য চট্টগ্রামে এর উদাহরণ হলো হলুদচাষ, উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে ভুট্টার আবাদ, কক্সবাজার বা যশোরে চিংড়িপোনা উপাদন। ঢাকার আশপাশে এর উদাহরণ হলো মৌসুমী ফসল বা রবি শস্যের আবাদ। এর মাধ্যমে শুধু যে কৃষির পরিবর্তন হয়েছে তা নয় কৃষকেরও পরিবর্তন হয়েছে। এই সকল নব্য 'চাষী'রা

আমাদের অতিপরিচিত চাষিদের চেয়ে অনেক সচ্ছল। অনেকে কোটি টাকার মালিক কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এসেছে ভিনদেশি কোম্পানি।

বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে আমাদের স্থানীয় কৃষকেরা। তারা নতুন করে চাষ শিখছে। উদ্দেশ্য নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন। তাদের এই পথযাত্রায় রয়েছে দুটি প্রধান বাধা, ফলে এদের সংখ্যা অতি নগণ্য_১. আমাদের কৃষকেরা লেখাপড়া জানে না। তাই তারা নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারছে না। ২. তাদের নেই সামর্থ্য। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর। প্রয়োজন অর্থের। ধানের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকাতে ধানি জমির দাম অত্যন্ত কম। তাই তারা খুব বেশি পরিমাণ ঋণ গ্রহণে অক্ষম।

কৃষি নিয়ে আমাদের গল্পকথার শেষ নেই। আমরা চাই, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব। তাই আমরা জোর দিই খাদ্য উৎপাদনে। খাদ্য বলতে আমরা বুঝি ধান। গম উৎপাদন নয়। গম আমাদের প্রকৃতির ফসল নয়। ধানে বাম্পার ফলন হলে আমাদের শুরু হয় নতুন গল্প_ডাল উৎপাদন বাড়াতে হবে। আরও আছে_পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়াতে হবে। আখের উৎপাদন বাড়াতে হবে। পাট উৎপাদন বাড়াতে হবে। রসুন উৎপাদন বাড়াতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব 'বাড়াতে হবে' গল্পের ফাঁদে পড়ে আছে আমাদের অর্ধাহারী কৃষক। ২ কোটি ৮০ লাখ কৃষক পরিবার ভেবে পাচ্ছে না তাদের নিজেদের গল্পের শেষ কোথায়। কী করে ছেলেটিকে শিক্ষিত করে শহরে পাঠানো যাবে, কত তাড়াতাড়ি সে সংসারের হাল ধরবে, কত দিনে সে বড় হবে? এই আশায় সে জমি বিক্রি করে ছেলেকে পড়ালেখা করায়। আবার তার জমির দামই যেহেতু কম, তাই সে বিক্রি করে অধিক পরিমাণে। হয়ে যায় নিঃস্ব।

কৃষির আরও একটি চিত্র আমাদের জানা উচিত_কৃষিবিজ্ঞানে এসেছে অকল্পনীয় পরিবর্তন। আধুনিক কৃষিতে শুধু যে পণ্যের উন্নত সংস্করণ ঘটেছে তা নয়, কৃষিতে এসেছে ক্রমাগত বিজ্ঞানের প্রভাব। যেমন বেগুনগাছে টমেটো উৎপাদন করা হচ্ছে এ দেশেই। ফলে গ্রীষ্মেই পাওয়া যাচ্ছে টমেটো। যে টমেটোর দাম শীতকালে নেমে আসে ১৫ টাকা মণে, তা গ্রীষ্মকালে কখনোই ১৫ টাকা কেজিতে নামে না। কিংবা ধরুন, ভার্টিক্যাল কৃষি। এর ফলে জমির পরিমাণ ঠিক রেখেও কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায়। এসেছে হাইব্রিড বীজ। এসেছে স্মার্ট সিড কিংবা স্মার্ট রাইস, যা কিনা কখনো বন্যায় ভেসে বেড়ায়। খরাতে পানি সংরক্ষণ করে। কিংবা নোনা জমিতেও উৎপাদনে সক্ষম। এই সব ফসল আবাদ করা কিন্তু যার-তার কাজ নয়। এর জন্য চাই সঠিক প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা। তাই আধুনিক কৃষককে হতে হবে শিক্ষিত কৃষক। অন্যথায় সে প্রযুক্তিনির্ভর হতে পারবে না। নতুনকে আয়ত্তে আনতে চাই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিতে আগ্রহান্বিত করা।

অথচ কৃষক সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা হলো_এরা গরিব, এদের দিন আনতে পানতা ফুরায়। যত দিন পর্যন্ত কৃষক তার উৎপাদনের ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে না, তত দিন পর্যন্ত সে কখনোই উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর চেয়ে অধিকতর কিংবা যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারবে না। প্রশ্ন আসতে পারে_কৃষকের ন্যায্যমূল্য কত? অর্থনীতির ভাষায়_এর পরিমাপ অত্যন্ত সহজ। যে মূল্যে কৃষক তার সন্তানকে শিক্ষিত হবার পরও কৃষিতে ফেরত আসতে উদ্বুদ্ধ করবে, যে মূল্যে কৃষক মাথা উঁচু করে বলতে পারবে 'আমি কৃষক' সেই মূল্যই ন্যায্যমূল্য।

দিনে দিনে কৃষককে আরও বিচক্ষণ হতে হবে। ভাবতে হবে কোন ফসল তাকে অধিক আয়

দেবে? কোন ফসলে আছে বেশি ঝুঁকি। কিভাবে ঝুঁকি এড়ানো যাবে? এই সকল বিষয় আধুনিক কৃষকের নখদর্পণে থাকলেই সে হবে আমাদের স্বপ্নের কৃষক। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কৃষিখাতে আমাদের জাতীয় আয়ের অংশ ক্রমাগত কমে আসছে। এই হার প্রায় ৬০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২০ শতাংশের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। কৃষিপণ্যকে সস্তা রাখতে গিয়ে আমরা আমাদের কৃষকের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছি। তাদের পকেট শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছি। যে খাত দেশের ৪৩ শতাংশ লোকের আয়ের উৎস সেই খাতে পণ্যের দামে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রকারান্তরে ৪৩ শতাংশ দরিদ্র কৃষকের আয় নিয়ন্ত্রণের নামান্তর। ফলে কৃষক ক্রমাগত দরিদ্র হয়ে পড়েছে। যে কৃষক দরিদ্রতার প্রধান লক্ষ্য হলো নিজের জন্য খাদ্য উৎপাদন। কৃষি হবে বেঁচে থাকার সম্বল। আয়ের উৎস নয়। এই কৃষিতে পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। এই কৃষি জাতিকে স্বস্তিতে রাখতে পারবে না। কৃষি থাকবে সমস্যা জর্জরিত। এখানে কৃষক থাকবে কিন্তু সার থাকবে না, সার থাকবে তো বীজ থাকবে না, বীজ থাকবে তো উৎপাদন হবে না।

আগামী ১০ বছরে আমরা দেখতে চাই স্বপ্নের কৃষকদের। এই দেশে এই মাটিতে। বাণিজ্যিক কৃষিই হবে আমাদের চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে কৃষিখাত হবে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, আয়ের প্রধান উৎস। আমাদের এই দেশ এই মাটিতে এক খন্ড জমিতেই সম্ভব ৩টি ফসল। পৃথিবীতে ক'টি দেশের মাটিতে এই শক্তি রয়েছে? এই জমির উৎপাদনশক্তি অটুট রাখতে হলে প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা।

একটি সমীক্ষা দিয়ে শেষ করি। কৃষিখাতে আয় বাড়লে, আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি রাতারাতি ১০ কিংবা ১২ শতাংশে উন্নীত হবে। শুধু যে কৃষকের আয় বাড়বে তা নয়। বাড়বে কৃষি সংশিস্নষ্ট সকল সেবাখাতের আয়। তাই কৃষিখাতকে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করা উচিত। তবে একটি বিষয়। আমাদের দেশের মাটির প্রধান ফসল কিন্তু ধান। অথচ বর্তমান অবস্থায় বাণিজ্যিক কৃষি মানেই ধান বাদে অন্য কিছুর উৎপাদন। বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন। বাণিজ্যিক কৃষিতে ধানচাষের তুলনামূলক সুবিধা বজায় থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষকেরা ধান উৎপাদন করবে। অন্যথায় নয়।

সবশেষে, কৃষিতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি কৃষি বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হবে। কৃষিখাতের বৈচিত্র্য এতটাই ব্যাপক যে সরকারের পক্ষে সকল পরামর্শ সরকারি কর্মকর্তা দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তাই প্রয়োজন হবে সরকারি-বেসরকারি খাতের কৃষি সেবার সমন্বয়। কোন সেবা কিভাবে দেয়া দেশের জন্য মঙ্গলজনক তা যথাযথ সমীক্ষার ভিত্তিতে সাজানোর প্রয়োজন পড়বে। আমাদের কৃষি সমপ্রসারণ বিভাগেও চাই পরিবর্তন। পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হবে কৃষির উন্নয়ন_কৃষিতে ডিগ্রিধারীদের চাকরি দেওয়া এর লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

আগের সংবাদ পরের সংবাদ
প্রিন্ট ই-মেইল হেল্প টিপস্
বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us

সম্পাদক : আনোয়ার হোসেন । উপদেষ্টা সম্পাদক :হাবিবুর রহমান মিলন । ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত ।
কাজলারপাড় ফোন : পিএবিএক্স :৭৫৫৪৯৬০,৭১২২৬৬০, ফ্যাক্স : ৭৫৫৬৯৭৪-৬ ও কাওরান বাজার ফোন: ৮১৮৯০১৭-৮, ফ্যাক্স : ৮১৮৯০৮৫-৫ । e-mail: ittefaq@bangla.net